মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

এক দফা দাবি আদায়ে বিএনপির পদযাত্রা মেহেরপুর শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। বুধবার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এই পদযাত্রা কর্মসূচি শুরু হয়।

পদযাত্রা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এদিকে কর্মসূচি সফল করতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নানা বয়সী মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।

পদযাত্রাটি বিটিসি থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর কলেজ মোড়, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, হোটেল বাজার, বড় বাজার, কাথুলি মোড় থেকে ছহি উদ্দীন ডিগ্রী কলেজে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে, বুধবার (১৯ জুলাই) সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিটিসি’র সামনে গিয়ে অবস্থান নেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। তাদের সবার হাতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন দেখা গেছে। অনেকেই ধানের ছড়া হাতে পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

এদিকে বিএনপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। পোশাকে, সাদা পোশকে নজরদারি করছেন পুলিশের গোয়েন্দা সদস্যরা।

ভারপ্রাপ্তের ভারে ন্যুজ

মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই দেড় বছর চলছে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। ফলে দিন দিন কমছে বিদ্যালয়টির শিক্ষার মান। এতে প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হলেও নিয়োগের কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে অন্যান্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর নিয়োগ যথারীতি চলছে। ইতোমধ্যে দুই জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে মোটা অংকের বানিজ্য হলেও ওই বিদ্যালয়ের উন্নয়নে একটি টাকা পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাদেক আলী।

সভাপতি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেড় বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদটি ঝুলিয়ে রেখেছেন বলে একটি সূত্র দাবী করেছেন। সভাপতির নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতেই প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে বাধাগ্রস্ত করছেন। এক্ষেত্রে একবারও প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন ‘দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদ ফাঁকা থাকলে শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। অন্য পদে নিয়োগ চলছে অথচ যেটা জরুরি সেই প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ হচ্ছে না। এমন পরিবেশে আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছি।’

স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, একজন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কেন্দ্র করেই সে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য রচিত হয়। অথচ কিছু মানুষ নিজেদের সুবিধা আদায়ে ও নিয়োগ বাণিজ্য করতে বছরের বছর ধরে এসব স্কুল ও কলেজে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বাধাগ্রস্ত করেন।

এব্যাপারে মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি শাহাবুদ্দীন জানান, পরস্পর জানা শোনার মধ্য দিয়ে একজন প্রধান শিক্ষক খোঁজা হচ্ছে। এধরনের চেনা জানা প্রধান শিক্ষক পাওয়া যায়নি বলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তাছাড়া গ্রামের স্কুল এজন্য সার্কোলারও দেওয়া হয়নি। চেনা জানা প্রধান শিক্ষক পাওয়া গেলে পত্রিকায় সার্কোলার দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্বাছ উদ্দীন বলেন, বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর নির্ভর করে। পূর্নাঙ্গ কমিটি না থাকলে সেখানে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে অতি দ্রুত যাতে নিয়োগ দেওয়া যায়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

মেহেরপুরের খোকসাতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রয়

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে খোকসা গ্রামে রাতের আঁধারে সরকারি জমিতে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রয় করেছেন মনজুরুল ইসলাম এক ব্যক্তি। মাটি খেকো মঞ্জুরুল ইসলাম আমঝুপি গ্রামের কালুর ছেলে।

খোকসাা গ্রামের তাসিরুল ইসলামের বাড়ির পাশে মাঠে যাওয়া রাস্তার মাটি রাতের আধারে কেটে সাঁবাড় করে দিচ্ছেন। মাটি কিনছেন একই গ্রামের সিরারুল ইসলাম।

খোকশা গ্রামের সাদিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, শুধু সরকারি জমির মাটিই নয়, গায়ের জোরে ওই জমির পাশে আমার জমির মাটিও কেটে অন্য জায়গায় বিক্রয় করেছেন মুঞ্জুরুল ইসলাম। এভাবে এলাকার অনেক মানুষের জমি কেটে বিক্রয় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তিনি আরো বলেন, যেখান থেকে মাটি কেটেছে সেখানে একটি রাস্তা ছিল সে রাস্তা দিয়ে মাঠের ফসল নিয়ে যাতায়াত করতো কৃষকগণ।

কৃষকদের যাতায়াতের রাস্তাটির মাটি কাটার ফলে বর্তমান সে রাস্তাটি হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা বলেন, মঞ্জুরুল ইসলামের মুল ব্যবসা অবৈধভাবে মাটি কাটা। ভয়ে তাকে কেউ কিছু বলতে পারেনা। মুঞ্জুরুল ইসলাম গর্ব করে বলে বেড়ান ডিসি,এসপি থানা সবকিছু তার হাতের মধ্যে।

সরকারি জমির পাশের জমির মালিক সাদিকুল ইসলাম বলেন, মুঞ্জুরুল

ইসলাম রাতের আঁধারে অবৈধভাবে সরকারের জমিতে মাটি কেটেছে। ওই জমির পাশে আমার জমি ছিল। সে আমার জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করে দেন অন্য জায়গায় এই নিয়ে আমি একটি মামলা করব বলে জানায়। তিনি আরও বলেন, অল্প গভীর করলে সেখান দিয়ে যাওয়া যেতো। পাশেই আমার জমি। ওই জমির উপর দিয়ে আমার জমিতে যেতে হয়। গভীর করে মাটি কেটে নেওয়ায় এখন আমার জমিতে যাওয়া পথ বন্ধ হয়ে গেছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মুঞ্জুরুল সরকারি জমির মাটি কেটে নিয়ে বিক্রি করছে। এটা এলাকার সবাই জানে। সে আওয়ামীলীগ নেতা তাকে কিছু বলে মার খাবো। এ বিষয়ে ফেসবুকেও লাইভ হয়েছে। তবে, এই মাটি খেকোর বিচার হওয়া দরকার।

এ ব্যাপারে মুঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে সব মিথ্যা বলেছে। আমি আজগর আলীর জমির মাটি কেটেছি। ওই জমির পাশে খাস জমি আছে। ওখানে ইটের ভাটা থাকায় ইটের কুচি রয়েছে। সেই কুচি সরানো হয়েছে। সেখান থেকে কিছু মাটি নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন আমি যুবলীগের আমুঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারী, সেই সাথে মসজিদ কমিটিরও সেক্রেটারী। আমার হাত দিয়ে অন্যায় কিছু হবেনা। এছাড়া আমি মাটির ব্যবসা করি বলে মেহেরপুরের অনেক সাংবাদিকের সাথেই আমার ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সাথে আমার নিয়মিত কথা চলে।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) কাজী নাজিব হোসেন বলেন, আমি নতুন এসেছি। তারপরও এ বিষয়ে নিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আইননুনো ব্যবস্থা নেবো।

বনায়ন মেহেরপুরের উদ্যোগে ঔষধি বাগানের উদ্বোধন

“বনায়ন”মেহেরপুরের উদ্যোগে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে একটি ঔষধি বাগানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে একটি করবি গাছ লাগিয়ে উক্ত ঔষধি বাগানের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আজিজুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো মেহেরপুরের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ তালুকদার।

ঔষধি বাগানে নানা প্রজাতির প্রায় ১০০ টি বিলুপ্তপ্রায় ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। এছাড়াও জেলা সার্কিট হাউজ এলাকায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির দৃষ্টি নন্দন গাছের চারা রোপন করা হয়।

মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টের ৫ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে সুবিদপুর ফুটবল একাদশ ও বাঁশবাড়িয়া ফুটবল একাদশের মধ্যে।

সুবিদপুর একাদশ দুর্দান্ত খেলা উপহারের দেয় । ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে বাঁশবাড়িয়া একাদশ কে।

খেলাটি পরিচালনা করেন সোহেল আহমেদ। তাকে সহযোগিতা করেন কায়েস এবং শরিফুল ইসলাম।

টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ ম্যাচটি আগামীকাল বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে চন্দ্রবাস ফুটবল একাদশ ও কেশবপুর ইয়াং স্টার ক্লাবের মধ্যে।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক

পরিদর্শনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠিতে নির্মীত জেলা প্রশাসক ইকোপার্কের উন্নয়নে পার্ক পরিদর্শন করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু। মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে পার্ক পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর মেহেরপুরের ব্যবস্থাপক এসএম কামাল,পার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সাংবাদিক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক আকতারুজ্জামনসহ পার্কের ব্যবসায়ীবৃন্দ।

পার্কের সীমানা প্রচীরের অভ্যন্তরে সৌন্দর্য বর্ধন ও দৃষ্টি নন্দনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ,বনজ ও ঔষধি গাছ রোপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও পার্কটি পর্যটকদের কাছে আকর্শনীয় করতে উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পার্কের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

গাংনী নওয়াপাড়া বাজার কমিটির আয়োজনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজার কমিটির আয়োজনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ভাটপাড়া ফুটবল মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় এক দিকে অংশ গ্রহন করেন নওপাড়া বাজারের দক্ষিণ পার্শের ব্যবসায়ী অপরদিকে অংশ গ্রহন করেন উত্তর পার্শের ব্যবসায়ী বৃন্দ।

৯০ মিনিটের খেলায় ১-১ গোলে ড্র করেন উভয় দলের খেলোয়াড়। মাঠের কানাই কানাই পূর্ণ হয়ে ফুটবল খেলা উপভোগ করেন ফুটবল প্রীয় দর্শক।

খেলা পরিচালনা করেন ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আতিয়ার রহমান। তার সহযোগিতায় সহকারী ছিলেন আদিল আহমেদ ও আরিফুল ইসলাম। দুই দলের সমতা গোলে খেলা নিষ্পত্তি করা হলেও দুই দলের খেলোয়াড় দের মাঝে মেডেল ও ট্রফি বিতরণ করা হয়। ট্রফি বিতরণ করেন নওপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি আবুল বাসার ও সাধারণ সম্পাদক আরাফাত হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাজার কমিটির সহ সভাপতি হেলাল আহমেদ, কৃতি ফুটবলার আসাদুজ্জামান চৌধুরী মুকুল,সাংবাদিক আকতারুজ্জামান, প্রবীণ ব্যাক্তিত্ব হাজি ইয়াকুব আলী,রকিবুল ইসলামসহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

ধারা বিবরনে ছিলেন ইয়ারুল ইসলাম,আরিফ ও জয়নাল আবেদিন। ট্রফি গ্রহন করেন দুই দলের অধিনায়ক মিরাজুল ইসলাম মিলন ও নাজমুল হক।

মেহেরপুরে যুব উন্নয়নের যুব সংগঠনের মাঝে চেক বিতরণ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধিনের যুবকল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত মেহেরপুরে নির্বাচিত ৫ টি যুব সংগঠনকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৮ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই চেক বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়নের দপ্তরের উপ পরিচালক ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমূখ।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর লক্ষণ বাহাদুর, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুর রাকিব প্রমুখ।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে আলমারি ও ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টীলের আলমারি ও বিভিন্ন ক্লাব ও বিদ্যালয়ে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৮ জুলাই) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সব উপকরণ বিতরণ করেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রাজন, আবুল কাশেম, গোলাম মোস্তফাসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ক্লাবের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার ৭ টি বিদ্যালয়ে ৭ টি স্টীলের আলমারি ও বিভিন্ন ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮১ টি ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-১১

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ১ আসামি, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে চুরি ও মাদক মামলায় ৮ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাতের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ এই অভিযান চালান।

আজ মঙ্গলবার (১৮ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।